প্রকৃত অনুতাপ

(True Repentance)

আদিপুস্তক ৩৩ অধ্যায় ১-১৯ পদ

সারা রাত ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করার পর, যখন সকাল হল, তখন যাকোব খোঁড়াতে খোঁড়াতে যব্বোক নদী পাড় হয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে এগিয়ে গেল। কিন্তু এমন সময় যাকোবের চোখে পড়ল, যে দাদার জ্যেষ্ঠাধিকার সে চুরি করেছিল, সেই এষৌ ৪০০ জনের একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে আসছে (১ পদ)। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দাদার এমন আগমন যদিও চূড়ান্ত অশুভ লক্ষণ ছিল, কিন্তু গত রাতে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে যাকোবের বিশ্বাসের চোখ খুলে গেছে। আর তাই সে এখন স্বাভাবিক বাহ্যিক পরিবেশকে অতিক্রম করে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ দেখবার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এর আগে মহনয়িমের শিবিরে, যাকোব তার চার পাশে অসংখ্য স্বর্গদূতকে দেখেছিল (৩২:১-২)। সেই সময় থেকে, ঈশ্বর নিজের উদ্যোগে যাকোবের কাছে এসে, প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রত্যাবর্তনে যাকোবের ইচ্ছার পরীক্ষা করে চলেছেন। স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক থেকে ক্ষতিস্বীকার করলেও, যাকোব সে পরীক্ষায় জয়লাভ করেছে। এখন, এমন লড়াইয়ে জয়লাভ করার পর, যাকোব যখন ৪০০ জনের শত্রুবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখেছে, তখন তাদের দেখে যাকোব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি।

ক। প্রকৃত অনুতাপের বাহ্যিক প্রকাশ

কিন্তু পুরানো অভ্যাস সহজে ছাড়া যায় না। ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যাকোব যদিও পরিবর্তিত, তথাপি সে তার পুরানো অভ্যাস, তথা ফন্দিকে সহজে ত্যাগ করতে পারেনি। আর তাই, ২ পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিজের সবথেকে প্রিয় রাহেল ও যোষেফের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, তাদেরকে দলের সব শেষে যাকোব রেখেছে; উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার- যদি এষৌর দল তাদের আক্রমণ করে, তাহলে যাদের শেষে রাখা হয়েছে, তারা পালিয়ে রক্ষা পাবার সুযোগ পাবে। একইভাবে, পরিত্রাণ লাভের অর্থ, এই নয় যে, মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। যাকোব তার পিতা-মাতাকে মুখাপেক্ষা করতে দেখেছে: মা রিবিকা যখন তাকে ভালোবেসেছে, তখন পিতা ইস্হাক এষৌকে ভালোবেসেছে। তাদের দেখে যাকোবও তাদের সেই আচরণের পুনরাবৃত্তি করেছে। পরবর্তী কালে আমরা এর পরিণাম দেখতে পাব, যখন যোষেফের ভাইরা যোষেফকে হিংসা করবে। তাদের সেই হিংসার কারণ কেবল যোষেফের সেই চোগা নয়, কিন্তু পারিবারিক মুখাপেক্ষার ঐতিহ্য।

অন্যদিকে, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে যাকোব যদিও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে পারেনি, কিন্তু ইস্রায়েল হিসাবে তার জীবনে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে। আর তাই, ৩ পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকোব নিজে সকলের সামনে দাদা এষৌর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গেছে, যদিও সে এর আগে সবার শেষে থাকবার পরিকল্পনা করেছিল। স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাবার পর, সেই পুরানো পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা যাকোবের মধ্যে থাকবার কথা, কিন্তু আমরা তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করতে দেখছি। এর অর্থ, ঈশ্বরের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের পর, যাকোব নির্ভয়ে তার দাদার মারাত্মক ক্রোধের মুখোমুখি হতে পেরেছিল।

এষৌর সঙ্গে সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে, দাদার প্রতি কৃত অপরাধের ক্ষমা পেতে যাকোব সমস্ত চেষ্টা চালিয়েছে। ৩ পদে বলা হয়েছে, ***"নিজে সকলের সামনে গিয়ে সাতবার মাটিতে প্রণিপাত করতে করতে নিজের ভাইয়ের কাছে উপস্থিত হল।"*** এর দ্বারা যাকোব দাদার কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেছে। যাকোব তার দাদার জন্য যে সমস্ত উপঢৌকন পাঠিয়েছিল, সেগুলি কেবল সেই সমাজের রীতি মেনে কাজ ছিল না; পরিবর্তে, সেগুলি ছিল আদি ২৭:২৮ পদে যাকোব তার পিতার কাছ থেকে ছলপূর্বক যে সমস্ত আশীর্বাদ হস্তগত করেছিল, সেগুলি তার দাদাকে ফেরত দেবার প্রতীক। এর দ্বারা যাকোব সর্ব সমক্ষে স্বীকার করেছে যে, স্বর্গীয় ও পার্থিব যে সমস্ত ধন যাকোব অধিকার করেছে, তা প্রকৃত পক্ষে এষৌর পাবার কথা। এই কাজের দ্বারা যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে, তা হল, যাকোব এতকাল তার দাদার কাছ থেকে চুরি করার যে জীবন যাপন করেছে, তার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে, আদি ২৭:২৯ পদে যাকোব তার পিতার কাছ থেকে ছল করে যে আশীর্বাদ পেয়েছিল, তা হল, ***"লোকবৃন্দ তোমার দাস হোক, জাতিগণ তোমার কাছে প্রণিপাত করুক; তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্তা হও, তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক।"*** কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার উল্টো ঘটনা ঘটেছে। এষৌকে যাকোব সাতবার মাটিতে প্রণিপাত করেছে। এর দ্বারা যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে, তা হল, অনৈতিকভাবে যাকোব যে আশীর্বাদ অর্জন করেছিল, তার পরিবর্তন ঘটেছে। এই সমস্ত আচরণের দ্বারা যাকোব যে সত্য উপস্থাপিত করেছে, তা হল, সে যে সমস্ত অনৈতিক কাজ করেছে, তার জন্য যাকোব সত্যিই অনুতপ্ত।

বাইবেলে যে অনুতাপের বিষয় আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবথেকে কঠিন কাজটি হল, যার কাছে আমরা অপরাধী, তার কাছে ফিরে যাওয়া ও তার অধিকার তাকে ফেরত দেওয়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, অপরাধ করার পর আমরা কেবল ক্ষমা চেয়ে নিস্তার পেতে চাই, সঠিক বস্তুকে সঠিক স্থানে রাখার চেষ্টা করি না। আবার অনেক ক্ষেত্রে, আমরা কেবল ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই, যার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছি, তাকে এড়িয়ে যাই। কিন্তু বাইবেল আমাদের যে 'অনুতাপের' শিক্ষা দেয়, তা কেবল মুখে ক্ষমা চাওয়া থেকে অনেক বেশি। আমরা যদি সত্যই অনুতপ্ত হই, তাহলে আমরা যাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, তাদের কাছে যাব, তাদের মুখোমুখি হব, তাদের যে ক্ষতি আমরা করেছি, যদি সম্ভব হয়, তার ক্ষতিপূরণ আমরা তাদের দেব। প্রকৃত অনুতাপ আমাদের গর্বকে চ্যালেঞ্জ জানায়, তা আমাদের নত-নম্র হতে বলে, আমাদের পাপ স্বীকার করতে বলে, এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আমাদের আচরণের পরিণাম মুকাবিলা করতে বলে। আর তাই, তা আমাদের পক্ষে এত কষ্টকর। অনুতাপের অর্থ, কেবল কিছু কথার মৌখিক পুনরাবৃত্তি নয়, কিন্তু প্রচুর ক্ষতিস্বীকারকারী বাধ্যতা।

খ। অপব্যয়ী ভ্রাতার অভ্যর্থনা

যাকোবের এমন অনুতপ্ত আচরণ দেখে এষৌ অভিভূত। যাকোবের পাপ কীভাবে এষৌর জীবনকে বীষময় করেছিল, সে বিষয়ে নিজের পাপ স্বীকার করতে গিয়ে কী বলবে, তা হয়ত যাকোব মনে মনে ঠিক করেছিল, কিন্তু সেই কথা শোনার জন্য এষৌ অপেক্ষা করেনি, তার আগেই ***"এষৌ তার সঙ্গে দেখা করতে দৌড়ে এসে তার গলা ধরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করল ও উভয়ে রোদন করল"*** (৪ পদ)। নতুন নিয়মের অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তেও আমরা পিতাকে একই আচরণ করতে দেখি (লূক ১৫:২০)। এর আগে যদিও, এই দুই ভাইকে আমরা সর্বদা ঝগড়া ও মারামারি করতে দেখেছি, কিন্তু এখানে আমরা তাদেরকে আলিঙ্গন করতে ও আনন্দে চোখের জল ফেলতে দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ, যাকোবের কাছে এই অনুতাপ যদিও কষ্টকর ও প্রচুর ক্ষতিস্বীকারকারী ছিল, তথাপি তা প্রকৃত ফল ধারণ করেছিল।

আমরা যদি দুই ভাইয়ের মধ্যে কথোপকথনের বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব, যাকোব যদিও তার দাদাকে বারংবার ***"আমার প্রভু"*** বলে সম্বোধন করেছে, এষৌ কিন্তু যাকোবকে ***"ভাই"*** বলে ডেকেছে (৩৩:৯), যার দ্বারা ভাইয়ের প্রতি দাদার আদর প্রকাশ পয়েছে। অর্থাৎ, অপব্যয়ী ভাইকে চোখের জলে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। দেখা গেল, এষৌর ৪০০ জনের দল সম্বন্ধে যাকোব অহেতুক দুশ্চিন্তা করেছে। যাকোব হয়ত মনে মনে দুশ্চিন্তা করেছিল, *'এষৌ কেন এত লোক সঙ্গে করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে,'* কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে যাকোবকে চেষ্টা করতে হয়নি; পরিবর্তে, যাকোবের পাঠানো **উপঢৌকন** দেখে এষৌকে আমরা একই ধরণের প্রশ্ন করতে দেখতে পাচ্ছি, ***"আমি যে সকল সমারোহের সঙ্গে মিলিলাম, সে সমস্ত কীসের জন্য?"*** (৩৩:৮ক)।

এখন, প্রশ্ন হল, যাকোব কেন এই সমস্ত উপঢৌকন পাঠিয়েছে? এষৌর প্রশ্ন শুনে যাকোব উত্তর দিয়ে বলেছে, ***"প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাবার জন্য"*** (৩৩:৮খ)। এখন, ঈশ্বর যাকোবকে ইতিপূর্বেই অনুগ্রহ করেছেন এবং ৫ ও ১১ পদে যাকোব নিজে সে বিষয়ে স্বীকারও করে বলেছে: যাকোব এখন যে সন্তান-সন্ততি ও সম্পত্তির অধিকারী, তা ঈশ্বরেরই অনুগ্রহের ফল। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কের অধিকারী হওয়ার কারণে, যাকোব এখন তার দাদা এষৌর সঙ্গেও সঠিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে চায়। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কখনও যথেষ্ট নয়। একই সঙ্গে, যাকোব তার প্রতিটি কথা সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, যাতে সে কোনও ভাবে তার দাদার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মনকে আঘাত না করে। ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত বিষয়কে নির্দেশ করতে গিয়ে, যাকোব "**আশীর্বাদ**" শব্দ ব্যবহার না করে "**অনুগ্রহ**" ব্যবহার করেছে। পরিবর্তে, যাকোব এষৌর কাছে যে উপঢৌকন পাঠিয়েছে *(Hb. minchah, En. gift, present, tribute)* তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে ১১ পদে "**আশীর্বাদ**" *(Hb. berakah, En. blessing, ESV)* শব্দ ব্যবহার করেছে। ধরা যেতে পারে, সেই সমস্ত পশুর উপঢৌকন দেবার দ্বারা যাকোব তার দাদাকে সেই পার্থিব আশীর্বাদ ফেরত দিয়েছে, যা সে জ্যেষ্ঠাধিকার হরণের মাধ্যমে অধিকার করেছিল।

গ। এষৌ কি পরিবর্তিত হয়েছে?

যাকোবের আচরণ থেকে পরিষ্কার যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা যাকোবকে পরিবর্তিত করেছে। কিন্তু এষৌও কি পরিবর্তিত হয়েছে? এখানে আমরা এষৌর যে বর্ণনা পাই, তা থেকে এষৌর পরিবর্তনের বিষয়ে তেমন আশাব্যঞ্জক কোনও উল্লেখ নেই। একদিক থেকে অবশ্যই তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে: ভাইয়ের প্রতারণার প্রতিশোধ নিতে এষৌ যে প্রতিজ্ঞা করেছিল (২৭:৪১), সেই ইচ্ছা আর তার মধ্যে নেই। এটা অবশ্যই খুব ভালো দিক। এর আগে আমরা যখন এষৌর জীবনের পর্যালোচনা করেছিলাম, তখন তার মধ্যে মূলত দুটি নেতিবাচক দিক দেখেছিলাম: (১) এষৌ নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করে, এক বাটি ডালের বিনিময়ে তা ভাইয়ের কাছে বিক্রি করেছিল (২৫:২৭-৩৪); এবং (২) হিত্তীয় দুইজন কন্যাকে বিবাহ করেছিল, যারা ইস্হাক ও রিবিকার মনের দুঃখদায়িকা হয়েছিল (২৬:৩৪-৩৫)। অর্থাৎ, এষৌ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও আশীর্বাদকে তুচ্ছ করেছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা তার মধ্যে ছিল না। এখন, ২০ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর, এষৌর এই মনোভাবের কি কোনও পরিবর্তন ঘটেছে?

নিজের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে এষৌর কথা ও যাকোবের কথার মধ্যে আমরা বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। একদিকে, যাকোবের স্বীকারোক্তি হল: ***"ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, এবং আমার সকলই আছে"*** (১১ পদ); অন্যদিকে, এষৌর কথা: ***"আমার যথেষ্ট আছে, ভাই, তোমার যা, তা তোমার থাকুক"*** (৯ পদ)। যদিও খুবই ছোট পার্থক্য, কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এষৌর কথার মধ্যে যে চিন্তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা হল, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের আশীর্বাদ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়াই সে যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী। এর থেকে পরিষ্কার, এষৌর মনোভাবে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

এই মনোভাব তাদের কথার মধ্যেও স্পষ্ট। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তায় যাকোব ৩বার ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করেছে, কিন্তু এষৌ একবারও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করেনি। এর থেকে পরিষ্কার যে, এষৌর চিন্তার পৃথিবীতে ঈশ্বরের কোনও স্থান নেই, কিন্তু যাকোবের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বরের অবস্থান। যাকোব উপলব্ধি করেছে যে, তার জটিল জীবনে সে যে সমস্ত আশীর্বাদের অধিকারী হয়েছে, তা তার চাতুরতা বা ফন্দির ফল নয়, কিন্তু ঈশ্বরে অনুগ্রহের ফল, যা পাবার যোগ্য সে ছিল না।

দু'জনের মনোভাবের এই পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঈশ্বর যদি আমাদের জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তাহলে আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিষয় আমরা আনন্দের সঙ্গে তাঁর সেবায় ব্যয় করতে এগিয়ে আসি। ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া ও তাঁকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত বিষয়কে আমরা "উত্তম উপহার" হিসাবে গ্রহণ করি। সেগুলিকে আমাদের ক্ষমতা ও চেষ্টার ফল হিসাবে, অথবা আমাদের অধিকার হিসাবে আমরা চিন্তা করি না। ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে, সেগুলি দিতেও পারেন, না দিতেও পারেন, আবার ফেরত নিতেও পারেন। আমার জীবিকা, আমার বাড়ি, আমার সম্পত্তি, আমার স্বামী/স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার পরিবার, আমার স্বাস্থ্য, আমার শক্তি, যা ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন, তা আমার নিজের অধিকার নয়; পরিবর্তে, সেগুলি যিনি দিয়েছেন, সেই ঈশ্বরের সেবার উপায়; এবং তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোনও সময় যে কোনও স্থানে সেগুলি ফেরত নিতেও পারেন।

এমন মনোভাব থাকার কারণেই যাকোব সেই সমস্ত মূল্যবান উপঢৌকন দাদাকে দিতে পেরেছিল। আমরা এমন কথা ভাবতে পারি যে, যাকোব আসলে মন থেকে সেই উপঢৌকন দিতে চায়নি, কিন্তু প্রাণে বাঁচতে তা দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তা যদি সত্য হত, তাহলে এষৌ যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছিল, তখন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোব হাঁফ ছেড়ে, ধন্যবাদ বলে ফেরত নিতে পারত। কিন্তু যাকোব তা করেনি, পরিবর্তে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছে। দাদা এষৌ যখন তা নিতে অস্বীকার করেছিল, তখন সাধ্যসাধনা করে, সেগুলি গ্রহণ করতে যাকোব দাদাকে বাধ্য করেছিল (১১ পদের শেষাংশ)। অর্থাৎ, জাগতিক ধনের অধিকারী হওয়ার থেকে দাদার সঙ্গে সঠিক সম্পর্কের অধিকারী হওয়া যাকোবের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। কারণ, ভাইদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক হল স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্কের পক্ষে প্রমাণ। কিন্তু, ঈশ্বর যদি আমাদের জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান না করেন, তাহলে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা বিষয় সেই স্থান অধিকার করে এবং তা আমাদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ চালায়। তা হতে পারে, আমাদের সম্পত্তি, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের সম্পর্ক, আমাদের জীবিকা, আমাদের শিক্ষা, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কিংবা অন্য কোনও প্রতিমা। তা হতে পারে কোনও মহান উদ্দেশ্য, আবার তা হতে পারে ভ্রষ্টাচার। তা যাই হোক না কেন, তাকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের জীবন যাপন করি; আর তার ফলস্বরূপ, সেই সমস্ত প্রতিমাকে রক্ষা করতে কিংবা তাদের লক্ষ্য পূর্ণ করতে আমরা সব ধরণের চেষ্টা চালাই। ফলস্বরূপ, কেবল স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে নয়, পার্থিব ভ্রাতার সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক ধ্বংস হয়। কারণ, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে আমরা কখনও আমাদের প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে পৃথক করতে পারি না।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যদি সঠিক সম্পর্কের অধিকারী হই, আমরা কখনও কেবল ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা করব না। যাকোব প্রথমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে ব্যক্তিগত লাভের উপায় হিসাবে দেখেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিজের ক্ষতি স্বীকারকারী ব্যধ্যতা প্রকাশেও যাকোব পিছ্পা হয়নি। খ্রীস্ট অথবা খ্রীস্টধর্মকে গ্রহণ করার পিছনে আমাদের মধ্যে কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করে চলেছে? বিভিন্ন পার্থিব লাভের চেষ্টা, না-কি আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা? ধরুন, কোনও দম্পতি মণ্ডলী-গৃহের মধ্যে একে অন্যের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে স্বীকার করল, কিন্তু মণ্ডলীর বাইরে গিয়েই দুজনে পৃথক পথ ধরল। আইনের দৃষ্টিতে তারা বিবাহিত হলেও, আমরা জানি তা সঠিক বিবাহ নয়।

খ্রীস্টীয় দার্শনিক সি. এস. লিউইসের জীবনে এমন ঘটনাই ঘটেছিল। আমেরিকান লেখিকা জয় গ্রেশ্যামকে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ না করার ছাড়পত্র দিতে লিউইস তার সঙ্গে আইনানুগ বিবাহ করেন। তাদের আইনসঙ্গত বিবাহের ফলস্বরূপ, জয় ইংল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব লাভ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর জয় যখন প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন (হাড়ে ক্যানসার হয়), তখন লিউইস সেই বিবাহকে কেবল আইনের ছাড়পত্র হিসাবে চিন্তা করে জয়কে অগ্রাহ্য করতে পরতেন। কিন্তু নিজের দায়িত্বশীল অনুভূতি লিউইসকে তা করতে বাধা দেয়। ত্যাগ করার পরিবর্তে, এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতি উভয়কে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল; ফলস্বরূপ, তাদের বিবাহ কেবল আইনের ছাড়পত্র নয়, কিন্তু পারস্পরিক অঙ্গীকার ও উৎসর্গীকরণের পথে পরিচালিত হয়েছিল। যখন জয়ের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি হয়ে উঠল, তখন জয়ের মৃত্যুশয্যায় প্রকৃত প্রেমের প্রকাশ হিসাবে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত খ্রীস্টীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমরা কি মণ্ডলীর মধ্যে কেবল পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন পাবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলি, আর মণ্ডলীর বাইরে বেরিয়েই যে যার নিজের পথে চলি? পরিত্রাণ পেয়েছি বলে চিৎকার করি, কিন্তু খ্রীস্টের প্রতি উৎসর্গীকৃত জীবনের নামমাত্র গন্ধ আমাদের মধ্যে নেই? আমরা কি কেবল রোগ থেকে সুস্থ হতে, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ পেতে, মানসিক সমস্যার সমাধান পেতে কিংবা পারিবারিক শান্তির আশায় মণ্ডলীতে ভীড় করি? যেই বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব, অঙ্গীকার, উৎসর্গীকরণ বা ত্যাগস্বীকারের সুযোগ আসে, তখনই আমরা পাশ কাটিয়ে যাই? **আমরা কি প্রকৃত বিশ্বাসী?** এই প্রশ্ন কি কখনও আমরা নিজেদের করেছি? যদি না করে থাকি, তাহলে খুবই চিন্তার বিষয়। কারণ খ্রীস্টধর্মকে আমরা কেবল জাগতিক লাভের উপায় হিসাবে চিন্তা করেছি।

পরিবর্তে, আমরা যদি এই প্রশ্ন করে থাকি ও ইতিবাচক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকি, তাহলে আশাহত হবার কোনও কারণ নেই। কারণ যে ঈশ্বর যাকোবকে পরিবর্তিত করেছিলেন, তিনি আমাদেরকেও পরিবর্তিত করতে পারেন। আসুন, যাকোবের ন্যায় প্রকৃত অনুতাপে অনুতপ্ত হই ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিবর্তিত হই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com